পরিচালনা পর্ষদ

আকমল হোসেন
এইচ কে এস আরেফিন
জনাব বশীর আল হেলাল
অধ্যাপক আবিদুর রেজা
শামসুল ওয়ারেস
মামুনুর রশীদ
সফিউদ্দিন আহম্মেদ
মাওলানা হোসেন আলী
ডা. ওয়াহিদ রেজা
সৈয়দ আবুল কালাম
মাহবুব সাঈদ
মাহফুজা খানম
হারুন আল রশীদ
কাওসার চৌধুরী
জাহেদ আহমদ

সম্পাদনা পর্ষদ

অজয় রায়, সম্পাদক
শহিদুল ইসলাম
হাসান আজিজুল হক
অনন্ত বিজয় দাশ
সাইফুর রহমান তপন, সহযোগী সম্পাদক

যোগাযোগ

৬/৭, সেগুনবাগিচা
বি/৬, ডোমিনো এন্ডোরাডো, ঢাকা-১০০০
টেলিফোন: ০৬৬৬৮৬৪০৪৭১, ০১৭১৬-০১৫২৭০
ই-মেইল: tapan@spb.org.bd
muktanwesa@yahoo.com

প্রচ্ছদ: স্থপতি অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস
মুদ্রণে: সুন্দরম। ০১৮১৯-২৭৯৬২৯
দাম: ৩০.০০
বিদেশ: US$ 2.00

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৫

মার্গারেট মিড: নৃতত্ত্বের রাণী | ফরিদ আহমেদ ৭

কেন আমি সংশয়বাদী | পল কার্জ ১২

ভৌত বাস্তবতা: আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ | অজয় রায় ১৮

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় দার্শনিক সঙ্কট | আনোয়ারুলাহ ভূঁইয়া ৩২

যিশুর মৃত্যু : একটি রহস্য | ওয়াহিদ রেজা ৪১

নাটের গুরু এরিক ফন দানিকেন | স্বপন বিশ্বাস ৪৮

বুদ্ধিদীপ্ত নকসা : যুক্তরাষ্ট্রে সৃষ্টিতত্ত্বের বিবর্তন | অভিজিৎ রায় ও বন্যা আহমেদ ৫১

মানব প্রকৃতি কি জন্মগত, না পরিবেশগত? | অপার্থিব ৬১

বন্দী পৃথিবী | ফারিহা নাশরিন ৬৪

মুখোমুখী... ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী | অজয় রায় ৬৭

আমাদের সংগ্রাম চলবেই... কানসাট বিদ্রোহ:স্ফুলিঙ্গটি দাবানল হল না | সাইফুর রহমান তপন ৭৭

মানুষ মানুষের জন্য: প্রিয়াঙ্কা-রেজওয়ানুর বিষাদ কাহিনী | শঙ্কর রায় ৮০

কবিতা | হোসাইন কবীর ৮৫

পুস্তকের জগতে

পাঠকের প্রতিক্রিয়া

সম্পাদকীয়

চেষ্টা ছিল মুক্তান্বেষার দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাঠকদের হাতে তুলে ধরতে পারব ২০০৭ সালের শেষ দিকে, বর্ষ বিদায়ের ঠিক প্রাক্কালে। কিন্ত হল না। ছাপার ঝামেলা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অসুবিধাগুলোকে জয় করা গেল না।

বছরটি নানা ঘটনা বৈচিত্র্যে বর্ণাঢ্য। বছরের শুরুতেই পতন ঘটেছে রাষ্ট্রপ্রধান ড. ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা'র বশংবদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের। নিজের বক্তৃতা-বিবৃতি গিলে ফেলে রাষ্ট্রপতিকে নিজের সরকারকেই ক্ষমতাচ্যুত করে এবং জরুরী অবস্থা ঘোষণার ও সান্ধ্য আইন জারীর মত নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হলো। এই পরিস্থিতিতে প্রাক্তন আমলা ও অবসরপ্রাপ্ত আর্মি জেনারেলদের সমন্বয়ে এক নতুন ধরণের তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। এই পরিবর্তনের আসল নায়ক ও কুশীলব কারা এবং কোন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির এই ১৮০ ডিগ্রির ডিগবাজী তা হয়তো কোন দিনই জানা যাবে। তবে সেনাবাহিনী প্রায় সথেসাথেই এই পরিবর্তনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল এবং সরকারের প্রতি নিজ সরকারের মতই অকুণ্ঠ ও প্রকাশ্য সমর্থন দিয়ে চলেছে । ফলে ড. ফখরুদ্দিনের সরকারকে পশ্চিমা বিশ্ব 'আর্মি ব্যাকড্ গভর্নমেন্ট' নামে ডাকতে শুরু করে। এবং সরকারও তা মেনে নেয়। ইমার্জেন্সির কল্যাণে আমাদের মৌলিক অধিকারসমূহকে শিকেয় তুলে রাখা হল।

সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য ছিলঃ

১. একটি ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং এর ভিত্তিতে যথাশীঘ্র সম্ভব একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেবেন।

২. লাইনচ্যুত সরকাররূপ ট্রেনটিকে সঠিক ট্র্যাকে তুলে জনগণের কাছে উপহার দেবেন একটি সৎ ও সুপ্রশাসন।

৩. দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, কর্মচারী ও রাজনৈতিক দল সহ সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হবে, যাতে দেশে সুবাতাস বইতে শুরু করে। সৃষ্টি হয় অবাধ নিরপেক্ষ কালোটাকা-সাম্প্রদায়িকতা-সন্ত্রাসমুক্ত নির্বাচন করার পরিবেশ।

৪. এরই পাশাপাশি সন্ত্রাস দমন, আইনের শাসন প্রবর্তন ও খাদ্যোৎপাদন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি খাতের উন্নয়নে বিশেষ নজর দিয়ে একটা স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার পথ করে দেবেন।

যদিও সরকারটি তত্ত্বাবধায়ক এবং অন্তর্বর্তীকালীন তবুও তাদের বিশাল কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগ দেখে এবং প্রতিদিনই নতুন নতুন আক্রমণের ফ্রন্ট খোলার ফলে মনে হতে লাগল যে এরা যেন অনন্তকাল ধরে থাকবেন, অন্তত যতদিন না লাইনচ্যুত গাড়িটি আলোর গতি না পেলেও, সুপারসনিক গতি লাভ করে। এই অনন্তযাত্রার রেল শকট থেকে এঁরা কবে অবরোহন করবেন বোঝা যাচ্ছে না। তবে এক বছরের মধ্যে পাঁচজন শকট যাত্রী ছিটকে পড়েছেন। এ সরকারের এক বছরের মাথায় সফলতা-বিফলতার সালতামামি করবেন সাধারণ মানুষ। সফলতা অনেক, তবে ব্যর্থতাও কম নয়- যেগুলো আমাদের সকলেরই কমবেশী জানা।

তবে আমরা প্রাকৃতজনেরা অপেক্ষা করে আছি, থাকব সেই সুদিনের জন্য যখন মৌলিক অধিকার ফিরে পাব, ফিরে পাব আমাদের বাক স্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা, আমাদের কাঙ্ক্ষিত উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক পরিবেশ। দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত একটি প্রশাসন। দিল্লী কি দূরেই থাকবে!

গতবছরের অনেক ঘটনাই আমাদেরকে পীড়া দেয়– এর মধ্যে লেখক মানবতাবাদী ড. তসলিমা নাসরিনের কোলকাতায় অবস্থান ইস্যুকে নিয়ে সেখানকার মুসলিম মৌলবাদীদের লম্ফ-ঝম্পে ও ভারত সরকারের ভোট প্রীতির কারণে যে অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা সেখানকার জনগণের জন্য সত্যি পীড়াদায়ক। বাংলাদেশের মেয়ে তসলিমা নাসরিন কি শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রহীন নাগরিকে পরিণত হবেন? আমাদের ও আমাদের সরকারের কি কোন কিছুই করার নেই? আমরা সবাই মৌলবাদ ও মৌলবাদীদের ভ্রুকুটির কাছে আত্মসমর্পণ করব? আরেকটি ঘটনাও আমাদের ক্লেশ দেয়। ইমার্জেন্সি আইন ভঙ্গের দায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন সম্মানিত শিক্ষককে কারাবন্দী করে বিচারে সোপর্দ করা নিঃসন্দেহে গত বছরের একটি বেদনাদায়ক ঘটনা। এটা রাষ্ট্রীয় তরফে ভিন্নমত দমনের এক ভয়ংকর দৃষ্টান্ত। আর একটি ঘটনাও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে তা হল দৈনিক প্রথম আলোয় প্রকাশিত একটি নির্দোষ কার্টুনকে কেন্দ্র করে। মৌলবাদীদের আস্ফালনে সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ শিল্পীকে কর্মচুত করলেন, সম্পাদক কার্টুনিস্টের পক্ষে না দাঁড়িয়ে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন-দুঃখ প্রকাশ করলেন; সেখানেই তিনি থেমে থাকলেন না, বায়তুল মোকাররমে গিয়ে খতিবের মাধ্যমে মৌলবাদীদের কাছে শর্তহীন আত্মসমর্পণ করলেন। সুবচন তো বহুকাল আগেই নির্বাসিত, সহিষ্ণুতা-উদারতা ও স্যাটায়ারিকাল বোধও কি নির্বাসিত? সরকার কি একটু উদার ও সহানুভূতিশীল হতে পারেন না?

এই শুভ নববর্ষে আপনাদের হাতে মুক্তান্বেষার ২য় সংখ্যাটি তুলে দিতে পেরে আমাদের ভাল লাগছে। ১ম সংখ্যাটি পাঠকপ্রিয়তায় ধন্য হয়েছে, যা আমাদের উৎসাহিত করছে। অনেকেই বলেছেন এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রকাশনা যা আমাদের নতুন প্রজন্মকে দিক নির্দেশনা দেবে, তাদের মধ্যে মানবতাবোধ ও বিজ্ঞান মনস্কতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। ভরসা করি এ সংখ্যাটিও আপনাদের ভাল লাগবে।

মুক্তান্বেষার সব লেখাতেই লেখকের নিজস্ব মত প্রকাশিত হয়। এব্যাপারে পাঠকের প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করা হচ্ছে। ভিন্নমত সম্বলিত সুচিন্তিত লেখা পেলেও ছাপানো হবে।